দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম 3 ...

126

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য

বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সরকার থেকে ৭০% ভাতা পাচ্ছেন। পূর্বের চেয়ে এই ভাতা ২০% বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ছাত্র বেতন কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক সমিতি গঠন করা হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য, দাবী আদায়ের জন্য। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষক সমিতি আভিভাবকদের শোষণ করছে। এ বছর বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ সর্বনিম্নে ৭৮১ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এবং এর সাথে প্রতিটি ফেল করা বিষয় বাবদ ৫০ টাকা যোগ করা হচ্ছে। কোন কোন স্কুলে ছাত্র প্রতি ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা দাবী করা হচ্ছে। উন্নয়নের নামে এবং কোচিং চার্জ বাবদ মোটা অংকের অর্থ আদায় করা হলেও হাতেগোনা দু'একটি স্কুল ব্যতীত অন্যান্য স্কুলে কোচিং মোটেই হয় না এবং উন্নয়নের নামে গৃহীত টাকার হিসাব উধাও হয়ে যায়।

সরকার এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে দিতে পারেন। নির্ধারিত অর্থের বেশী গ্রহণ করলে ঐ স্কুলের অনুদানের সকল টাকা বাতিল করে দেয়া পেতে পারে।

আবার দেখা যায় হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসাসমূহে উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষক নেই। স্নাতক পাস বা বিএড পাস করলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। ভাল শিক্ষক হতে হলে বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ শিক্ষকদের পছন্দমাফিক নিয়োগ করেন। এর ফলে ৯৫% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান অবনতির পথে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষক ১০/১২ বছর শিক্ষকতা করেও শিক্ষক হিসাবে কারো হৃদয় জয় করতে পারেন না। অর্থাৎ নামেই শিক্ষক। আবার একজন শিক্ষক মাত্র ২/৩ বছরেই দক্ষ শিক্ষক হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশের বেসবকারী স্কুল-মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনের জন্যও বিশেষ পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে, যারা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আছেন এবং যারা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে চান উভয় শ্রেণীর শিক্ষকদেরই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং কেবল কৃতকার্যগণই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিয়োজিত থাকতে পারবেন। অকৃতকার্য কোন শিক্ষকই যাতে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নিতে না পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষানুরাগী, সচেতন ব্যক্তিরা যাতে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে সিলেকশন প্রথা বাতিল করা যেতে পারে। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অবস্থা আরো শোচনীয়। কোন কোন মাদ্রাসায় দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণীতে আরবী, হাদীস, ইংরেজী, বাংলা, অংক বিষয়সমূহ পাঠদানের কোন উপযুক্ত শিক্ষক নেই। অথচ সে সকল মাদ্রাসাসমূহে আলীম, ফাজিল পর্যন্ত শ্রেণী আছে। আলিম-ফাজিল মাদ্রাসাসমূহের প্রধানগণ যাতে সুদক্ষ কমপক্ষে ইসলামের ইতহাস বা আবরীতে বা সমজাতীয় কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ২য় শ্রেণীর ২য় কিংবা ফাজিল বা কামেলে প্রথম বিভাগ এবং কোনটিতেই ২য় বিভাগের নীচে না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্ততঃ এ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

—খান মোঃ হারুন।